ব্যাংকিং হিসাব
Bank Account

ইউনিট
৪

ভূমিকা

আধুনিক অর্থ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যাংক হিসাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমেই ব্যাংক মক্কেলের টাকা গ্রহণ করে, উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে এবং বিভিন্ন সেবা প্রদান করে। সেবার ভিন্নতার জন্য ব্যাংক হিসাব ভিন্ন হতে পারে। ব্যাংক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরন করে হিসাব পরিচালনা করে। বর্তমানে অন-লাইন ব্যাংকিং হওয়ায় ব্যাংক হিসাব আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গ্রাহক একটি হিসাব ব্যবহার করে দেশ-বিদেশের যেকোন জায়গা থেকে তার সেবা নিতে পারে। এ ইউনিটে হিসাবের প্রকৃতি, শ্রেণিবিভাগ, এর পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হবে। তাহলে আসুন, ইউনিটি শেষ করি এবং বিষয়গুলো আয়ত্ত করি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব
পাঠ-৪.২ : ব্যাংক হিসাব পদ্ধতি, পরিচালনা ও বন্ধকরণ
পাঠ-৪.৩ : হিসাবের প্রকারভেদ ও সঠিক হিসাব নির্ধারণ
পাঠ-৪.৪ : হিসাবের গোপনীয়তা

মুখ্য শব্দমালা	ব্যাংক হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব, স্থায়ী হিসাব

পাঠ-৪.১ ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংক হিসাবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যাংক হিসাবের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

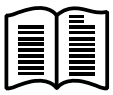

ব্যাংক হিসাবের সংজ্ঞা

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে, তখন ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে একটি হিসাব (Account) খোলে। যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ গ্রহণ, তা থেকে উত্তোলনের সুযোগসহ সকল লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করে, তাকে ব্যাংক হিসাব বলে। আগ্রহী বিভিন্ন ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে এবং নির্ধারিত ন্যূনতম অর্থ জমা দিয়ে এরূপ হিসাব খুলতে পারে।
জানা হলো ব্যাংক হিসাবের সাধারণ কথা। এবার আসুন, হিসাবের কিছু সংজ্ঞা জেনে নিই।

ব্যাংক হিসাব সম্পর্কে প্রফেসর হার্ডসন বলেন, "যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের সাথে লেনদেন করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।"

Dictionary of Banking and Finance এর মতে, "ব্যাংক হিসাব হচ্ছে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তিগত সম্মতি, যার মাধ্যমে ফি-এর বিনিময়ে গ্রাহক ব্যাংক সেবাদি গ্রহণ করে। এরূপ হিসাব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে খোলা যায়।"

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ব্যাংক হিসাব হলো ব্যাংকের নিজস্ব নথিপত্রে প্রত্যেক আমানতকারীর নাম, ঠিকানা ও হিসাব নম্বরযুক্ত এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে প্রত্যেকের জমাকৃত অর্থ গ্রহণ, উত্তোলনকৃত অর্থ এবং অন্যান্য সেবার সমুদয় হিসাব সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যাংক হিসাবের গুরুত্ব (Importance of Bank Account)

ব্যাংক হিসাবের গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক. ব্যাংক- গ্রাহকের সুবিধাবলি

১. অর্থের নিরাপত্তা ঃ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করলে তাতে ঝুঁকি হ্রাস পায় এবং অর্থ নিরাপদ থাকে। এ ছাড়া হুণ্ডি, পে-অর্ডার ইত্যাদির ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায় এবং লেনদেন সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত হয়।

২. আয় বৃদ্ধি ঃ ব্যাংকে টাকা জমা রাখা হলে ব্যাংক সে টাকা দিয়ে নিজে ব্যবসা করে। সে কারণে ব্যাংক আমানতকারীকে জমাকৃত অর্থের উপর নির্ধারিত হারে সুদ/মুনাফা দেয়। এটি আমানতকারীর জন্য একটি বাড়তি আয়। নগদ অর্থ ঘরে জমিয়ে রাখলে তাতে কোন আয় হয় না। কিন্তু ব্যাংক হিসাবে জমা করা হলে তার উপর আয় পাওয়া যায়।

৩. মিতব্যয়ীতা ঃ নগদ টাকা হাতে থাকলে খরচ করার প্রবণতা বেড়ে যায়। কিন্তু ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নগদ অর্থ খরচ করার প্রবণতা কমে যায়। ফলে অপ্রয়োজনীয় খরচ কমে যায়। এভাবে গ্রাহক মিতব্যয়ী হবেন এটাই স্বাভাবিক।

৪. ধারে লেনদেন ঃ ব্যাংকের সাথে কোন গ্রাহকের লেনদেন না থাকলে ব্যাংক তার আর্থিক স্বচ্ছলতা নিরূপণ করতে পারে না। লেনদেনের এক পর্যায়ে ব্যাংক জমার অতিরিক্ত অর্থ দিয়েও চেক পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেয়। ব্যাংক হিসাব থাকার কারণেই এমনটি সম্ভব।

৫. প্রয়োজনীয় তথ্য ঃ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে লেনদেন করলে ব্যাংক গ্রাহকের তথ্য অন্যকে প্রদান করতে পারে। আবার অন্যের তথ্য সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে দিতে পারে।

৬. অর্থ স্থানান্তর ঃ ব্যাংক হুণ্ডি বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ প্রেরণ করে মক্কেলকে সহায়তা করে।

৭. পাওনা আদায় ঃ ব্যাংক হিসাব থাকলে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে কোন Party-এর কাছ থেকে মক্কেলের অর্থ আদায় করতে পারে। আবার তার পক্ষে কোন দেনাও পরিশোধ করতে পারে।

খ. সামাজিক সুবিধাবলি

ব্যাংক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কারণে সমাজ সমষ্টিগতভাবে উপকৃত হয়।

১. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন ঃ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত সংগ্রহ করে তা বড় আকারের মূলধনে পরিণত করা হয়।

২. বিনিয়োগ ঃ বিনিয়োগের পূর্ব শর্ত হলো মূলধন গঠন। ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠন করে তা আবার উৎপাদনশীল ও লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হয়।

৩. অর্থ সরবরাহ ঃ ব্যাংক ঋণ আমানত তৈরি করে অর্থের সার্কুলেশন বাড়াতে পারে। এতে সমাজে অর্থের তারল্য বেড়ে যায়।

৪. বৈদেশিক বিনিময় ঃ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়। এতে বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়।

৫. আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঃ ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করে সমাজের সামগ্রিক আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ানো সম্ভব।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য ব্যাংক হিসাবের ৪টি গুরুত্ব খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

ব্যাংক যখন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে তখন ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে একটি হিসাব (Account) খোলে। ব্যাংক হিসাব সম্পর্কে প্রফেসর হার্ডসন বলেন, "যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের সাথে লেনদেন করে তাকে ব্যাংক হিসাব বলে।" Dictionary of Banking and Finance এর মতে, "ব্যাংক হিসাব হচ্ছে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে একটি চুক্তিগত সম্মতি, যার মাধ্যমে ফি-এর বিনিময়ে গ্রাহক ব্যাংক সেবাদি গ্রহণ করে। এরূপ হিসাব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে খোলা যায়।"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. একজন গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব রাখার প্রধান সুবিধা কী?

ক. মুনাফা অর্জন
খ. তথ্য সও সংরক্ষণ সরবরাহ
গ. কর্মসংস্থান
ঘ. অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ।

২. হিসাব খুলে ব্যাংক কীভাবে দেশের উৎপাদনের চাকাকে সচল রাখে?

ক. গঠিত মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে
খ. সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে
গ. কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে
ঘ. মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে

৩. বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কণঈ ফর্ম পূরণ ও সংরক্ষণের প্রধান কারণ কী?

ক. আইনগত বাধ্যবাধকতা
খ. মুনাফা বৃদ্ধি
গ. সুনাম অর্জন
ঘ. তারল্য সংরক্ষণ

৪. গ্রাহকের ব্যাংকিং কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

i. অর্থ স্থানান্তর
ii. অর্থ সংরক্ষণ
iii. অর্থ উত্তোলন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ ব্যাংক হিসাব পদ্ধতি, পরিচালনা ও বন্ধকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব খোলা ও তার পরিচালনা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংক হিসাব কীভাবে বন্ধ করা যায় তা জানতে পারবেন।

ব্যাংকে হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedure of Opening Bank Account)

ব্যাংক হিসাব হলো আমানতকারীর Identification নাম্বার যার মাধ্যমে টাকা জমা ও উত্তোলন করা হয়। ব্যাংক হিসাব হলো আমানতকারী ও ব্যাংকের মধ্যে যোগাযোগ এবং লেনদেনের মাধ্যম। ব্যাংক মূলত তিন প্রকার হিসাব খোলার ব্যবস্থা করে থাকে। যথাঃ

ক) চলতি হিসাব (Current Account)

খ) সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account) এবং

গ) স্থায়ী হিসাব (Fixed Account)

এগুলো খোলার জন্য প্রতিটি ব্যাংকে তিন রঙের আবেদনপত্র বা ফর্ম রয়েছে। প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন মেনে হিসাব খুলতে হয়। নিম্নে হিসাব খোলার পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

ক) চলতি হিসাব এবং সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedure of Opening Current and Savings Accounts)

উল্লেখ্য, ব্যাংকে চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি প্রায় একই ধরনের। শুধু আবেদন পত্রের রংয়ের ভিন্নতা ছাড়া কোন পার্থক্য নেই। তাই এই দুটি বিষয়কে একই সাথে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **আবেদনপত্র সংগ্রহ (Collection of Application Form) ঃ** চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিকে তার পছন্দ মোতাবেক ব্যাংকের শাখায় উপস্থিত হয়ে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদন পত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র বন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাব খোলার নির্ধারিত আবেদনপত্র প্রদান করেন। এর সাথে তিনি দস্তখতের নমুনা কার্ড প্রদান করেন এবং কিরূপে আবেদন পত্র ও দস্তখত কার্ড পূরণ করা হবে তাও বলে দেন।

২. **আবেদনপত্র পূরণ (Fill up the Application Form) ঃ** আবেদন পত্রে কয়েকটি অংশ থাকে। ঘষামাজা বা কাটাছেঁড়া আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনপত্রের অংশগলো সাধারণত নিম্নরূপ তথ্যাদি দ্বারা পূরণ করতে হয় ঃ

(i) আবেদনকারীর বিবরণ ঃ এই অংশ আবেদনকারীর নাম, পিতা-মাতা বা স্বামীর নাম, জাতীয়তা, পেশা, বয়স, বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্বারা পূরণ করতে হয়। বর্তমানে জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর এবং ট্যাক্স ফাইল নম্বর দেওয়া বাধ্যতামূলক। এগুলোর কপিও সংযুক্ত করতে হয়।

(ii) পরিচয়দানকারীর বিবরণ ঃ আবেদনকারীকে উক্ত ব্যাংকে পূর্ব থেকেই হিসাব রয়েছে এরূপ একজন ব্যক্তি দ্বারা সনাক্ত করার দরকার হয়। এই অংশে সনাক্তকারী ব্যক্তিকে তার নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর এবং তার হিসাব নম্বর উল্লেখ করতে হয়। পরিচয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো এ নামীয় ব্যক্তি এই লোকই কি না তা নিশ্চিত হওয়া। পরিচয় দানকারী পাওয়া না গেলে ব্যাংকের কর্মকর্তা এ ব্যাপারে সাহায্য করেন।

(iii) মনোনীত ব্যক্তি বা নমিনির পরিচয় ঃ এই অংশে আবেদনকারীকে তার পরিচিত নমিনি ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, বয়স সংক্রান্ত তথ্যাদি সংযুক্ত করতে হয়। আমানতকারীর মৃত্যুর পর এই মনোনীত ব্যক্তি হিসাবের সব টাকা

পেয়ে থাকে। বর্তমানে ব্যাংকগুলো আবেদনপত্রে মনোনীত ব্যক্তির ছবি সংযুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমাদের দেশের সাধারণ ও ইসলামী উভয় ধরনের ব্যাংকের প্রচলন রয়েছে। দু'জায়গাতেই নমিনির প্রয়োজন রয়েছে।

(iv) স্বাক্ষর ঃ আবেদন পত্রের নির্ধারিত স্থানে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। যৌথ নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্থানে প্রত্যেককেই স্বাক্ষর দিতে হয়।

(v) ছবি ঃ আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীকে দুই কপি (পাসপোর্ট সাইজ) সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হয় যা পরিচয়দানকারী সত্যায়িত করে থাকে।

৩. নমুনা স্বাক্ষর কার্ড পূরণ ঃ এরপর সতর্কতার সাথে নমুনা স্বাক্ষর কার্ড পূরণ করতে হয়। এই কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে তাকে নিজ নাম তিনবার লিখতে হয় এবং তিনটি স্বাক্ষর দিতে হয়। ব্যাংক এই কার্ড লকারে সংরক্ষণ করে এবং টাকা উত্তোলনের জন্য প্রদত্ত চেকের স্বাক্ষর এই নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিললেই ব্যাংক টাকা প্রদান করে। কম্পিউটারের কল্যাণে One stop service প্রদান করা হচ্ছে।

৪. প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদি সংযোজন ঃ আবেদনকারী ব্যক্তি হলে তার ছবি জাতীয় পরিচয়পত্র ও ট্যাক্স ফাইল নম্বর ইত্যাদি দলিলপত্রাদি আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ তথ্যাদি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হয়ঃ

ক) এক মলিকানা কারবারের ক্ষেত্রে ঃ হিসাব পরিচালনাকারীর নাম ও স্বাক্ষর এবং ট্রেড লাইসেন্স। জাতীয় পরিচয়পত্র ও আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) অবশ্যই জমা দিতে হবে।

খ) অংশীদারী কারবারের ক্ষেত্রে ঃ অংশীদারী ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর এবং এ সম্পর্কিত অংশীদারদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের কপি। জাতীয় পরিচয়পত্র ও আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) অবশ্যই জমা দিতে হবে

গ) কোম্পানির ক্ষেত্রে ঃ স্মারকলিপি, পরিমেল নিয়মাবলি, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র, নিবন্ধনপত্র, হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর এবং কোম্পানির সভায় এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কপি। জাতীয় পরিচয়পত্র ও আয়কর সনাক্তকরণ নম্বর (TIN) অবশ্যই জমা দিতে হবে

ঘ) সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে ঃ ট্রেড লাইসেন্স, নিবন্ধনপত্র, উপ-বিধি, হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর এবং সমিতির সভায় এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কপি। TIN অবশ্যই জমা দিতে হবে।

ঙ) স্কুল, কলেজ, ক্লাব সমিতি এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ঃ হিসাব পরিচালনাকারী ব্যক্তির নাম ও স্বাক্ষর এবং পরিচালনা কমিটি বা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কপি।

উল্লেখ্য যে, ক্লাব বা সামাজিক সংগঠনের বেলায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলা গেলেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বেলায় সঞ্চয়ী হিসাব খোলা যায় না, চলতি হিসাব খুলতে হয়। তবে ইদানিং ব্যাংকগুলো তাদেরকে Short Notice Deposit (SND) হিসাব খোলার সুযোগ দিয়ে থাকে।

৫. আবেদনপত্র জমা দান (Submission of application form) ঃ এই পর্যায়ে আবেদনকারীকে পূরণকৃত আবেদনপত্র, নমুনাস্বাক্ষর কার্ড এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় দলিলসমূহ হিসাব খোলার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়। পূরণকৃত ফরম এবং সংযুক্ত সকল তথ্যাদিতে সন্তুষ্ট হলে তিনি একটি হিসাব নাম্বার বরাদ্দ করে তা আবেদন পত্র এবং নমুনা স্বাক্ষর কার্ডের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর ম্যানেজার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং এর সাথে সাথেই আবেদনকারী হিসাব খোলার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, হিসাব খোলার আগে ব্যাংক আবেদনকারীর সকল তথ্য যাচাই করেন। একে Know your customer (KYC) বলে।

৬. জমার রসিদ সংগ্রহ এবং প্রাথমিক জামানত জমা ঃ হিসাব খোলার অনুমতি পত্র পাবার পরই আবেদনকারী টাকা জমা দেয়ার রসিদ সংগ্রহ করে তা পূরণ করে প্রাথমিক জমা তার নামে বরাদ্দকৃত হিসাবে জমা দেয়। প্রাথমিক জমা একেক ব্যাংকে একেক রকম। তবে গ্রামাঞ্চলে ১০ টাকা দিয়েও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুযোগ রয়েছে।

৭. চেক প্রদান ঃ প্রাথমিক আমানত ব্যাংকে জমা দেয়ার পর ব্যাংক আমানতকারীকে টাকা উঠানোর সুবিধার জন্য চেক বই এবং টাকা জমা ও উঠানোর হিসাব সংরক্ষণের জন্য পাস বই প্রদান করে থাকে।

উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার কার্যক্রম সমাপ্ত হয় এবং আমানতকারী ব্যাংকের গ্রাহকে পরিণত হয়।

খ) স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি (Procedure of Opening Fixed Account)

যাদের হাতে প্রচুর অর্থ রয়েছে কিন্তু তা ব্যবসায়ে বিনিয়োগে ভয় পায়, তাদের জন্য স্থায়ী হিসাব সবচেয়ে উপযোগী। আসুন স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতি জেনে নিই–

১. আবেদনপত্র সংগ্রহ ঃ স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য নির্বাচিত শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

২. আবেদনপত্র পূরণ ঃ আবেদনের নির্ধারিত স্থানে নাম, পিতা-মাতা /স্বামীর নাম, ঠিকানা, পেশা, জাতীয়তা, আমানতের পরিমাণ, কাংখিত মেয়াদ ইত্যাদি তথ্য লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষরদান করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে প্রয়োজনীয় দলিল ও কাগজপত্র জমা দিতে হয়।

৩. আবেদনপত্র জমা ঃ সুন্দরভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র এবার দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হয়।

৪. অনুমতি এবং জমার রসিদ সংগ্রহ ঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পূরণকৃত ফরম ও সাথে সংযুক্ত সকল তথ্যে সন্তুষ্ট হলে হিসাব খোলার অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর আবেদনপত্রে উল্লিখিত অর্থ গ্রহণের জন্য একটি রসিদ প্রদান করেন।

৫. অর্থ গ্রহণ এবং স্থায়ী জমার রসিদ প্রদান ঃ এই পর্যায়ে পূরণকৃত টাকা জমার রসিদটি নির্ধারিত অর্থসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করে রসিদে একটি নাম্বার প্রদান করেন এবং তার স্থায়ী হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর নাম্বারযুক্ত স্থায়ী জমা রসিদটি (FDR) আমানতকারীকে হস্তান্তর করে।

এই রসিদে টাকার পরিমাণ, জমার মেয়াদ, সুদের হার, জমাকারীর নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষরসহ অন্যান্য নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে। আমানতকারী এ রশিদ মেয়াদ শেষে ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক সুদ বা মুনাফাসহ সকল অর্থ প্রদান করে।

ব্যাংক হিসাবে টাকা জমা দেয়ার পদ্ধতি (Procedure of Depositing Money in Bank Account)

হিসাবে টাকা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত রশিদ সংগ্রহ করতে হয়। আমানতকারী সংগৃহীত রসিদের মাধ্যমে সে নগদ টাকা, চেক, হুন্ডি, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, প্রতিজ্ঞাপত্র ইত্যাদি জমা দিয়ে থাকে। সাধারণত জমা রসিদের পাতা দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি অংশে একই বিষয় ও তথ্যাদি লিখা থাকে। নির্ধারিত স্থানসমূহে জমাকারীকে লিখতে হয়; জমাকারীর নাম, হিসাব নাম্বার, তারিখ, টাকার পরিমাণ (অংকে ও কথায়) ইত্যাদি। নগদ টাকা জমার ক্ষেত্রে জমাকৃত টাকার নোটের মূল্যমান অনুযায়ী সংখ্যা উল্লেখ করতে হয়।

ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন পদ্ধতি (Procedure of withdrawal)

বিভিন্ন হিসাবের টাকা উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আসুন সেগুলো জেনে নিই–

ক) **চলতি হিসাব** ঃ এ হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে কার্য দিবসে যতোবার খুশি টাকা উত্তোলন করা যায়। এজন্য ১০, ২৫ বা ৫০ পাতার চেকবহি সরবরাহ করা হয়।

খ) **সঞ্চয়ী হিসাব ঃ** চেকসমেত সঞ্চয়ী হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে এবং চেকবিহীন সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলনের নির্ধারিত রসিদের মাধ্যমে সপ্তাহে মাত্র দুই বার টাকা উত্তোলন করা যায়।

গ) **স্থায়ী হিসাব ঃ** স্থায়ী হিসাবে সাধারণত নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হলে তা থেকে অর্থ উত্তোলন করা যায় না। তবে জরুরী প্রয়োজনে মেয়াদ শেষের পূর্বেও বিশেষ ব্যবস্থায় এ হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা যায়। এ ক্ষেত্রে সুদ বা মুনাফা পাওয়া যায় না বা কম হারে পাওয়া যায়।

হিসাব বন্ধ করার পদ্ধতি (Procedure of Closing Account)

কোন গ্রাহক তার ব্যাংক হিসাব (চলতি বা স্থায়ী) বন্ধ করতে আগ্রহী হলে ব্যাংকের ম্যানেজার বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করতে হয় এবং সাথে পাস বুক ও অব্যবহৃত চেকবইটি ফেরৎ দিতে হয়। একই সাথে আমানতকারীর হিসাবও খতিয়ান পৃষ্ঠায় 'হিসাব বন্ধ' কথাটি লিখে রাখা হয়। বিভিন্ন কারণে এমনিতেই হিসাব বন্ধ হয়ে যায়: যেমন, মক্কেলের মৃত্যু হলে, সে পাগল বা দেউলিয়া হলে, হিসাব বন্ধ করার নোটিশ দিলে, ৩য় ব্যক্তির নিকট হিসাবের অর্থ হস্তান্তর করলে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা জারি হলে ইত্যাদি। পুলিশ আদালতের নির্দেশে সাময়িকভাবে হিসাবের লেনদেন বন্ধ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপ:

চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব খোলার পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আবেদনপত্র সংগ্রহ ও পূরন, নমুনা স্বাক্ষর কার্ড পূরণ, প্রয়োজনীয় দলিলপত্র জমাদান, জমার রসিদ সংগ্রহ ও প্রাথমিক আমানত জমা এবং চেক ও পাস বহি প্রদান। অপর দিকে স্থায়ী হিসাব খোলার পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে আবেনদপত্র সংগ্রহ, তা পূরণ ও জমাদান, অনুমতি ও জমার রসিদ সংগ্রহ এবং অর্থ গ্রহণ ও স্থায়ী জমার রসিদ প্রদান। যথাযথভাবে ফরম পূরণ করেই নগদ টাকা, চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার ইত্যাদি জমা দেয়া যায়। জমা শেষ হলে জমাকারী ব্যাংক থেকে জমা রসিদের পারপোরেটিং এর বাম অংশ বা কাউন্টার পার্ট গ্রহণ করে থাকে। চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাব থেকে চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোম্পানি হিসাব খুলতে নিচের কোনটি সংশ্লিষ্ট নয়?
   ক. ট্রেড লাইসেন্স খ. চুক্তিপত্র
   গ. নিবন্ধন পত্র ঘ. স্মারক লিপি

২. KYC কী?
   ক. Know your client খ. Know your cook
   গ. Know our character ঘ. Know your customer

৩. গ্রাহককে যথেষ্টভাবে জানতে হিসাব খুলতে আবেদনপত্রের সাথে যে ফর্ম প্রদত্ত হয় তাকে কী বলে?
   ক. AYC ফর্ম খ. KYC ফর্ম
   গ. YKC ফর্ম ঘ. YAC ফর্ম

৪. কোন আইন প্রবর্তনের ফলে ব্যাংক হিসাব খুলতে কণঈ ফর্ম পূরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?
   ক. ব্যাংক কোম্পানি আইন খ. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন
   গ. ব্যবসায় আইন ঘ. মানি লন্ডারিং আইন

৫. ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি হলো-
   ক. চেক খ. ব্যাংক হিসাব
   গ. ব্যাংক ড্রাফট ঘ. ATM কার্ড

৬. একটি ব্যাংক হিসাব বন্ধ হতে পারে-
i. গ্রাহক ইচ্ছা করলেই
ii. ব্যাংকের ইচ্ছায়
iii. আদালতের নির্দেশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭. একজন ব্যবসায়ী ব্যাংক হিসাব খোলার সময় বিবেচনা করবেন-
i. ব্যাংকের অবস্থান
ii. সেবার মান
iii. ব্যাংকের সুনাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮. ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করা যায়-
i. চেকের মাধ্যমে
ii. ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে
iii. ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ হিসাবের প্রকারভেদ ও সঠিক হিসাব নির্ধারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবেন।

হিসাবের প্রকারভেদ ও সঠিক হিসাব নির্ধারণ

ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ (Types of Bank Account)

পূর্বের পাঠে আপনি জেনেছেন যে, ব্যাংক প্রধানত তিন ধরনের হিসাব পরিচালনা করে। এ ছাড়াও ব্যাংক বিশেষ ধরনের হিসাব খুলে থাকে। যথাঃ

১. চলতি হিসাব (Current Account)
২. সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account)
৩. স্থায়ী হিসাব (Fixed Account)
৪. বিশেষ ধরনের হিসাব (Special Types of Account)

নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১. **চলতি হিসাব (Current Account) ঃ** যে হিসাবে যতোবার খুশি টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ন্যূনতম টাকা জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়। সাধারণত ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য ব্যবসায়, অব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই হিসাব খুলে থাকে। "চলতি হিসাব হলো এমন একটি হিসাব যেখানে ব্যাংক খুব কম সুদ প্রদান করে বা কোন সুদ প্রদান করে না এবং যেখান থেকে গ্রাহক যখন প্রয়োজন মনে করে তখনই টাকা উত্তোলন করতে পারে।"

হিসাবের প্রকৃতি অনুযায়ী চলতি হিসাবকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

ক) **সাধারণ চলতি হিসাব ঃ** চলতি হিসাব বলতে মূলতঃ সাধারণ চলতি হিসাবকেই বুঝানো হয়। এই হিসাবে গ্রাহক যতোবার খুশি টাকা জমা দিতে এবং উত্তোলন করতে পারে। এ হিসাবের মক্কেল কোন সুদ পায় না।

খ) **বিশেষ চলতি হিসাব ঃ** যে চলতি হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী ব্যাংককে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করবে না, তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে। এই হিসাব থেকে টাকা উঠানোর জন্য ৭ থেকে ২১ দিনের নোটিশ দিতে হয়। এইরূপ হিসাবকে Short term Deposit or Special Time Deposit (STD) হিসাবও বলা হয়। এ হিসাবে সুদ পাওয়া যায়। চলতি হিসাবের মূল সুবিধা হলো আমানতকারী কার্যদিবসে যতোবার খুশি এই হিসাবে টাকা জমা দিতে এবং এ থেকে উত্তোলন করতে পারে। প্রধান সমস্যা হলো, সব সময় একটি ন্যূনতম টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হয় এবং এর কম হলে ব্যাংককে চার্জ দিতে হয়।

২. **সঞ্চয়ী হিসাব (Savings account) ঃ** নগদ অর্থ হাতে না রেখে ব্যাংকে সঞ্চয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে হিসাব খোলা হয়, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। সমাজের চাকুরীজীবী ও নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত লোকদের সঞ্চয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে গ্রামাঞ্চলে ১০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১০০ টাকা জমা দিয়ে এবং নির্ধারিত ফরম পূরণ করে এই হিসাব খোলা যায়। এই হিসাবে দিনে যতোবার খুশি টাকা জমা দেয়া যায়। তবে সাধারণত সপ্তাহে দুইবার এই হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করা যায় এবং এর বেশি বারের জন্য ব্যাংক ম্যানেজারের অনুমতি নিতে হয়। অপর দিকে ব্যাংকের ম্যানেজারের পূর্বানুমতি ছাড়া আমানতকারী তার হিসাব থেকে একবারে নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করতে পারে না।

সঞ্চয়ী হিসাবের শ্রেণী বিন্যাস (Types of savings account)

সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবের পাশাপাশি কিছু বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাবও প্রচলিত রয়েছে। সঞ্চয়ী হিসাবের কার্য প্রকৃতি ও সেবার ধরনের আলোকে আমরা একে নিম্নোক্তরূপে বিন্যস্ত করতে পারি। যথা-

ক)গৃহ-সঞ্চয়ী হিসাব (Home savings account)
খ) স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব (School savings account)
গ) শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব (Workers savings account)
ঘ) মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব (Women's savings account)
ঙ) পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব (Pension savings account)
চ) ক্রম-সঞ্চয়ী আমানত হিসাব (Cumulative savings deposit account)

নিচে এগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

ক) **গৃহ-সঞ্চয়ী হিসাব (Home Savings Account) ঃ** যে হিসাবের মাধ্যমে পরিবারের প্রতিটি সদস্য ঘরে বসে টাকা-পয়সা সঞ্চয়ের সুযোগ পায়, তাকে গৃহসঞ্চয়ী হিসাব বলে। এই ব্যবস্থায় ব্যাংক মক্কেলদের প্রতীকী ব্যাংক যেমন- ছিদ্রযুক্ত তালাবদ্ধ ও সীল করা বাক্স বা কৌটা সরবরাহ করে এবং আমানতকারী এবং তার পরিবারের সদস্যগণ ইচ্ছেমতো এগুলোতে টাকা-পয়সা ঢুকিয়ে রাখে। নির্দিষ্ট সময় পর-পর ব্যাংকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারি মক্কেলের গৃহে গিয়ে বাক্স খুলে টাকা নিয়ে আসে এবং তার (মক্কেলের) নির্দিষ্ট হিসাবে জমা করে। আমাদের দেশে এরূপ ব্যবস্থা নেই। সাধারণত নিম্ন আয়ের লোকজন যেমন রিকশাচালক, শ্রমিক, গৃহিনী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের জন্য এটি বিশেষ উপযোগী হিসাব।

খ) **স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব (School Savings Account) ঃ** স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সঞ্চয়ে উৎসাহী ও এর অভ্যাস সৃষ্টি করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়, তাকে স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এই ক্ষেত্রে স্কুল কলেজে ব্যাংকের শাখা খোলা হয় এবং তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সঞ্চিত অর্থ জমা দেয়। ব্যাংক থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের চেক বই দেয়া হয় এবং তা দিয়ে তারা টাকা উত্তোলন করতে পারে। সাধারণত টিফিন ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় হ্রাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অর্থ এই হিসাবে জমা করে।

গ) **শ্রমিক সঞ্চয়ী হিসাব (Worker's Savings Account) ঃ** শ্রমিক সমাজকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করার জন্য এরূপ হিসাব খোলার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো শ্রমিকদের জন্য এই হিসাব খুলে থাকে। শ্রমিকরা তাদের স্বল্প স্বল্প সঞ্চয় এই হিসাবে জমা করে।

ঘ) **মহিলা সঞ্চয়ী হিসাব (Woman's Savings Account) ঃ** এই পন্থায় ব্যাংক মহিলাদের সঞ্চয়ে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা ব্যাংকের পৃথক শাখা বা বিভাগ পরিচালনা করে থাকে। ফলে পর্দানসীনসহ সকল শ্রেণীর মহিলা এখানে হিসাব পরিচালনায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমাদের দেশের কতিপয় বাণিজ্যিক ব্যাংক মহিলাদের সেবাদানের জন্য মহিলা শাখা খুলেছে।

ঙ) **পেনশন সঞ্চয়ী হিসাব (Pension Savings Account) ঃ** যে হিসাবে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিত জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর এককালীন বা কিস্তিভিত্তিক অর্থ প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়, তাকে পেশন সঞ্চয়ী হিসাব বলে। এইরূপ হিসাবকে ডিপোজিট পেনশন স্কীমও বলা হয়। গ্রাহক তার সুবিধা মতো ৫, ১০ বা ২০ বৎসরের জন্য এরূপ সঞ্চয়ী হিসাব খুলে থাকে।

চ) **ক্রম-সঞ্চয়ী আমানত হিসাব (Cumulative Savings Deposit Account) ঃ** পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোন বিশেষ ব্যয় নির্বাহ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এইরূপ হিসাব খোলা হয়। এই হিসাবে প্রতিমাসে ক্রমান্বয়ে টাকা জমা দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট বৎসর শেষে তা উত্তোলন করে প্রয়োজন পূরণ করা হয়। যেমন- ছেলেমেয়ের পড়াশুনা ও বিয়েশাদী, বাড়ী তৈরি, গাড়ি ক্রয়, হজ্বব্রত পালন ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদনের জন্য ক্রম-সঞ্চয়ী আমানত হিসাব খোলা হয়।

৩. স্থায়ী হিসাব (Fixed account) ঃ ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্থ জমা রাখা হয় এবং সাধারণত মেয়াদ পূর্তির পূর্বে অর্থ উত্তোলন করা যায় না, তাকে স্থায়ী বা মেয়াদী হিসাব বলা হয়। তিন মাস থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫ বৎসর সময়ের জন্য এই হিসাবে টাকা জমা রাখা যায়। এই হিসাবে সঞ্চিত

আমানতের উপর সর্বোচ্চ সুদ বা মুনাফা দেয়া হয়। তবে মেয়াদের পরিমাণের উপর হার কম-বেশি হয়ে থাকে। এই হিসাবে অর্থ জমা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যাংক মক্কেলকে একটি স্থায়ী আমানত রশিদ (Fixed Deposit Receipt বা RDR) প্রদান করে। মেয়াদ শেষে আমানতকারী তা ভাংগিয়ে টাকা উত্তোলন করে থাকে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে অগ্রিম নোটিশ দিয়ে আমানতকারী তা ভাংগাতে পারে। এক্ষেত্রে সে কোন মুনাফা পায় না। বরং উল্টাভাবে ব্যাংক কিছু চার্জ কেটে রাখে। এক্ষেত্রে আমানতকারী মনে করলে ব্যাংক থেকে সঞ্চিত আমানতের সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, ন্যূনতম ১,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে স্থায়ী হিসাব খোলা যায়। তাই যাদের নিকট প্রচুর অর্থ রয়েছে; কিন্তু লাভজনক বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে তারাই এই হিসাবে নিশ্চিন্তে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। এ হিসাব না ভাঙ্গিয়ে নবায়নও করা যায়।

বিশেষ মেয়াদী স্থায়ী হিসাব ঃ মক্কেলদের সুবিধার জন্য যখন ৭ দিন বা নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের নোটিশের মধ্যে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়া হয়, তখন এরূপ স্থায়ী হিসাবকে বিশেষ মেয়াদী স্থায়ী হিসাব বলা হয়। এইরূপ হিসাবে টাকা জমা দেয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না, সুদের হার কম হয় এবং টাকা উত্তোলনের জন্য চেক বই সরবরাহ করা হয়। যেকোন মক্কেল ইচ্ছে করলে এই হিসাবের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

৪. **বিশেষ ধরনের হিসাব (Special types of account) ঃ** উপরে হিসাবের প্রধান তিনটি শ্রেণি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। এ তিনটি শ্রেণি ছাড়াও যেসব হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা দেয়া যায় তাকে বিশেষ ধরনের হিসাব বলা হয়। বিশেষ ধরনের হিসাবকে নিম্নরূপে শ্রেণিবিন্যাস করা যায় ঃ

ক. ডিপোজিট পেনশন স্কীম খ. ডাকঘর সঞ্চয়ী হিসাব
গ. বীমা সঞ্চয়ী হিসাব ঘ. পৌনঃপুনিক হিসাব
ঙ. ঋণ আমানতি হিসাব চ. বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব
ছ. বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী হিসাব

নিচে এ সকল হিসাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

ক. **ডিপোজিট পেনশন স্কীম ঃ** ব্যাংক যখন তার কোন গ্রাহককে প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সঞ্চয় শেষে একযোগে বা কিস্তিতে উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করে, তাকে ডিপোজিট পেনশন স্কীম বলে। এই হিসাবের অধীনে প্রতিমাসে সর্বনিম্ন ১০০ (একশত) টাকা প্রতি মাসে ১০ বা ২০ বৎসর মেয়াদে জমা দেয়া যায়। মেয়াদ পূর্তির আগেই আমানতকারী টাকা উত্তোলন করতে চাইলে সঞ্চয়ী হিসাবের ন্যায় সুদ পেয়ে থাকে।

খ. **ডাকঘর সঞ্চয়ী হিসাব ঃ** ডাকঘরের মাধ্যমে এই হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ডাকঘরে এরূপ হিসাব খোলার বিধান রয়েছে। ডাকঘরে মাত্র ১০০ (একশ) টাকা জমা দিয়েই এইরূপ হিসাব খোলা যায়। এই সঞ্চয়ী হিসাবে সুদের হার যে কোন হিসাবের চেয়ে বেশী। এক নামে একই হিসাবে নির্দিষ্ট অংকের বেশি টাকা রাখা যায় না। সুদের হার সরকারী নীতিমালার পরিবর্তনের কারণে মাঝে মাঝে পরিবর্তিত হতে পারে।

গ. **বীমা সঞ্চয়ী হিসাব ঃ** এই হিসাবের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবের পাশাপাশি বীমার সুবিধাও প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৪৯ বৎসর বয়সী যেকোন সুস্থ মানুষ (পুরুষ বা মহিলা) নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়মিত জমা দিয়ে সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধাসহ বীমা সুবিধা পেয়ে থাকে। তাহলে আমরা বলতে পারি, যে হিসাবের মাধমে সঞ্চয়ী হিসাবের সাথে সাথে বীমা সুবিধাও ভোগ করা যায় তাকে বীমা সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। এইরূপ হিসাব এর মাধ্যমে হিসাব গ্রহীতা বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে চুক্তির শর্তানুযায়ী অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর বিপক্ষে বীমা সুবিধা প্রদান করা হয়। আমানতের পরিমাণ যতো বেশী হয়, পরবর্তীতে প্রাপ্য সুবিধার পরিমাণও ততো বেশী হয়।

ঘ. **পৌনঃপুনিক হিসাব ঃ** আমানতকারী যে হিসাবের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বারবার টাকা জমা দিতে পারে এবং চুক্তির শর্ত মোতাবেক মেয়াদ শেষে একবার অথবা কিস্তিতে টাকা উঠাতে পারে তাকে পৌনঃপুনিক হিসাব বলা হয়। টাকা উত্তোলনের সুযোগ কম থাকায় সঞ্চয়ী হিসাবের চেয়ে এই হিসাবে বেশী হারে সুদ পাওয়া যায়।

ঙ. **ঋণ আমানতি হিসাব ঃ** ব্যাংক যখন ঋণ গ্রহীতাকে নগদে ঋণ না দিয়ে হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করে, তখন তাকে ঋণ আমানতি হিসাব বলা হয়। এই ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হয় এবং উক্ত

হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। ঋণগ্রহীতা উক্ত হিসাব থেকে প্রয়োজনের আলোকে চেকের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করে।

চ. **বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব ঃ** বিদেশে চাকুরীরত কোন ব্যক্তি যে হিসাবের মাধ্যমে দেশে-অর্থ প্রেরণ ও জমা করে, তাকে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব বলা হয়। প্রবাসী ব্যক্তি তার চাকুরির কাগজপত্রাদি জমা দিয়ে এইরূপ হিসাব খুলে। এক্ষেত্রে কোন প্রারম্ভিক জমার প্রয়োজন হয় না। আমানতকারী বা তার মনোনীত দেশীয় ব্যক্তি দ্বারা এরূপ হিসাব পরিচালিত হয়। এ হিসাবের উপর নির্ধারিত হারে সুদ দেয়া হয়।

ছ. **বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী হিসাব ঃ** বিদেশে কর্মরত ব্যক্তি যে হিসাবের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা যথাঃ ডলার, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা করতে পারে, তাকে বৈদেশিক মুদ্রা মেয়াদী হিসাব বলে। কমপক্ষে ২ মাস থেকে সর্বোচ্চ এক বৎসর মেয়াদে এই হিসাবে পাউন্ড এবং ডলার জমা দেয়া যায়। মেয়াদ শেষে সুদসহ আসল বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়।

উল্লিখিত হিসাবগুলোর মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের প্রয়োজন ও পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন প্রকার সেবাদান করে থাকে। ব্যাংকের সেবার পরিমাণ যতো বৃদ্ধি পায়, এর আমানত এবং ঋণদান ক্ষমতাও ততো বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**তিন প্রকার হিসাবের বিবরণ খাতায় লিখুন।**

সারসংক্ষেপঃ

যে চলতি হিসাবের মাধ্যমে আমানতকারী ব্যাংককে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করবে না, তাকে বিশেষ চলতি হিসাব বলে। নগদ অর্থ হাতে না রেখে ব্যাংকে সঞ্চয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে যে হিসাব খোলা হয়, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলা হয়। যে হিসাবের মাধ্যমে পরিবারের প্রতিটি সদস্য ঘরে বসে টাকা-পয়সা সঞ্চয়ের সুযোগ পায়, তাকে গৃহসঞ্চয়ী হিসাব বলে। ব্যাংক ও মক্কেলের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ত জমা রাখা হয় এবং সাধারণত মেয়াদ পূর্তির পূর্বে অর্থ উত্তোলন করা যায় না, তাকে স্থায়ী বা মেয়াদী হিসাব বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১. কোন ধরনের হিসাবে ব্যাংক কোন লাভ বা সুদ দেয়া না?
   ক. চলতি　　খ. বিশেষ চলতি
   গ. সঞ্চয়ী　　ঘ. স্থায়ী

২. চেক বই প্রদান করা হয় না কোন ধরনের হিসাবে?
   ক. স্থায়ী　　খ. সঞ্চয়ী
   গ. চলতি　　ঘ. গৃহ-সঞ্চয়ী

৩. কোন হিসাবের বিপক্ষে ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করে?
   ক. চলতি　　খ. সঞ্চয়ী
   গ. স্থায়ী　　ঘ. ঋণ আমানতি

৪. কোন ধরনের হিসাবে মালিককে অএগ কার্ড সরবরাহ করে না?
   ক. স্থায়ী　　খ. চলতি
   গ. সঞ্চয়ী　　ঘ. বিশেষ চলতি

৫. নিম্নের কোন হিসাবে সুদের হার সবচেয়ে কম?
ক. বিশেষ চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. পেনশন সঞ্চয়ী ঘ. স্থায়ী

৬. সবচেয়ে কম পরিমাণ অর্থ দিয়ে নিচের কোন হিসাব খোলা যায়?
ক. চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. স্থায়ী ঘ. বিশেষ চলতি

৭. কোন হিসাবে কোনরূপ নিকাশ সুবিধা পাওয়া যায় না?
ক. চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. স্থায়ী ঘ. বিশেষ হিসাব

৮. ঋণ আমানত হিসাব কোন ধরনের হিসাব?
ক. চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. স্থায়ী ঘ. বিশেষ

৯. বিনিয়োগ সুবিধা বিবেচনায় নিলে ব্যাংকের জন্য কোন ধরনের হিসাব উত্তম?
ক. চলতি খ. সঞ্চয়ী
গ. স্থায়ী ঘ. বিশেষ চলতি

১০. "হজ্ব এ্যাকাউন্ট" কোন ধরনের হিসাবের উদাহরণে–
ক. বিমা সঞ্চয়ী খ. পেনশন সঞ্চয়ী
গ. ঋণ আমানত ঘ. পৌন: পুনিক

১১. স্থায়ী হিসাবের সুবিধা হলো–
i. এ হিসাবের সুদের হার বেশি ii. খুব সহজে ঋণ পাওয়া যায়
iii. এ হিসাব থেকে গ্রাহক বেশি আয় করতে পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১২. সঞ্চয়ী হিসাবের বৈশিষ্ঠ্য হলো-
i. দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায় ii. দিনে যতবার ইচ্ছা টাকা উঠানো যায়
iii. স্থির আয়ের লোকদের জন্য এরূপ হিসাব উত্তম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৩. চেক প্রদান করা হয়-
i. সঞ্চয়ী হিসাব ii. স্থায়ী হিসাব
iii. চলতি হিসাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৪. যার প্রচুর অলস অর্থ রয়েছে তার জন্য উপযুক্ত হচ্ছে-
i. স্থায়ী ii. সঞ্চয়ী
iii. চলতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ হিসাবের গোপনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিসাবের গোপনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

হিসাবের গোপনীয়তা

সঞ্চয়ী হিসাবে সঞ্চিত আমানতের পরিমাণ ব্যাংক সব সময় গোপন রাখে। ফলে আমানতকারী নিশ্চিন্ত থাকে। আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোন ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের তথ্য দুর্নীতি দমন কমিশনকেও দেয়া যাবে না। তথ্য নিতে হলে আদালতের লিখিত অনুমতি লাগবে। এই আইনটি সুচারূভাবে পরিপালনের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অভিযোগ অনুসন্ধান-তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হিসাব সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের বিষয়ে ২০০৯ সালের ২৩ জুন জারি করা দুদকের আদেশ মেনে চলতে হবে। দুদকের ঐ আদেশে বলা হয়েছে, বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে দুদক কর্তৃক সুষ্ঠু অনুসন্ধান এবং মামলা তদন্তের স্বার্থে দুদক আইন ২০০৪-এর ১৯(১)(ঘ) ধারার ক্ষমতাবলে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয়/বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য চাওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকার্স বুকস এভিডেন্স অ্যাক্ট (বিবিইএ) ১৮৯১-এর ৫ও ৬(১)ধারা এবং কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮-এর ৯৪(১) ধারা অনুযায়ী আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত আমানতকারী/হিসাবধারীর হিসাব সংক্রান্ত তথ্য অন্য কোন পক্ষকে প্রদানের সুযোগ নেই। তবে আদালত বা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কার্যবিধি অনুসারে তদন্ত ও বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে সমন ও আদেশের লিখিত সময় ও স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দলিলপত্র নিয়ে হাজির হতে আদেশ দিতে পারেন। এই সংক্রান্ত তথ্য যদি কোন ব্যাংক বা ব্যাংকারের হেফাজতে থাকে তাহলে দায়রা জজের পূর্বানুমতি নিয়ে দন্ডবিধির সুনির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী অপরাধ তদন্তের জন্য তথ্য দিতে আদেশ দিতে পারেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের লিখিত পূর্বানুমতি লাগবে।

ব্যক্তির সম্পদ বা ব্যাংকে জমা রাখা অর্থের পরিমাণ কার্যত ব্যক্তির একটি গোপনীয় বিষয়। আন্তর্জাতিকভাবেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	

সারসংক্ষেপ:

সঞ্চয়ী হিসাবে সঞ্চিত আমানতের পরিমাণ ব্যাংক সব সময় গোপন রাখে। ফলে আমানতকারী নিশ্চিত থাকে। গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটি আইন দ্বারা স্বীকৃত । তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ কোন অফিসার Bankers' Books Evidence Act. 1891 (XVIII of 1891) এর সংজ্ঞা অনুসারে কোন ব্যাংক বা ব্যাংকারের হেফাজতে রক্ষিত কোন দলিল বা অন্য কোন জিনিস যাহা লোকের ব্যাংকের হিসাব সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদান করিতে পারে তাহা নিম্নরূপ ক্ষেত্রে দাখিল করিবার কোন আদেশ দিবেন না ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যাংকার বুক এভিডেন্স এ্যাক্ট কোন সালের?

ক. ১৮৯১ খ. ১৮৯০

গ. ১৮৮৯ ঘ. কোনটিই নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. ব্যাংক হিসাব কি? ব্যাংক হিসাবকে কতভাগে ভাগ করা যায়?

২. বিভিন্ন প্রকার ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতিগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন।

৩. ব্যাংক পাস বহির প্রয়োজনীয়তা কি?

৪. কিভাবে ব্যাংক হিসাব নির্বাচনা করা যায়?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১. ঘ ২.ক ৩.ক ৪.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১. খ ২.ঘ ৩.খ ৪.ঘ ৫.খ ৬.খ ৭.ঘ ৮.ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১.ক ২.ক ৩.ক ৪.ক ৫.ক ৬.খ ৭.গ ৮.ঘ ৯.গ ১০.খ ১১.ঘ ১২.খ ১৩.খ ১৪.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১.ক